দৈনিক জনকণ্ঠ

পাবনায় হত্যা মামলার আসামী খুন

যুবলীগ ছাত্রলীগের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে হয়রানি ॥ তাণ্ডবের পর পরিস্থিতি এখনও থমথমে

পাবনা, ৮ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ পাবনায় সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে একটি হত্যা মামলার আসামী খুন হওয়ার দু'দিন পরও এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পুলিশ, জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহল হত্যার ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের বলে উল্লেখ করলেও এর দায়ভার যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ওপর চাপিয়ে তাদের নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা অভিযোগ করেছেন। শনিবার রাতে একটি হত্যা মামলার আসামী ইমরান হোসেন আসাম (২৩) সন্ত্রাসীদের চাপাতি ও ছুরিকাঘাতে খুন হয়। যুবদল নিহত আসামকে তাদের কর্মী দাবি করার পর স্থানীয় যুবদল ও ছাত্রদলের একদল কর্মী এলাকায় তাণ্ডব চালায়। তারা রবিবার সকালে ২০টি বাড়িতে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। তাদের হামলায় নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ২৫ জন আহত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল রহিম লালসহ সিনিয়র নেতারা অভিযোগ করে বলেন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের কারণে যুবদল কর্মী খুন হলেও যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ৫ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

যুবলীগ ছাত্রলীগের *(১২-এর পাতার পর)*

মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, আসাম হত্যা মামলাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার অপচেষ্টা চলছে।

এদিকে আসাম হত্যা ও পরবর্তী ভাংচুর-লুটপাটসহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির খবর জনকণ্ঠসহ পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পর সরকারের উর্ধতন মহল স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সঠিক চিত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে কয়েকটি পত্রিকায় ব্যাখা পাঠানো হয়। ব্যাখ্যায় জনকণ্ঠের খবরকে আংশিক সত্য বলে উল্লেখ করে আন্তঃ গ্রুপ কোন্দলের কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত ও পরবর্তীতে নিহতের দলীয় বন্ধুবান্ধব কর্তৃক ভাংচুরের বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষরিত ঐ চিঠির কপি পাবনা প্রসক্লাবে দেয়া হয়।

এদিকে হত্যাকাণ্ডের ২ দিন পরও এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ভাংচুর ও লুটপাট করা বাড়িঘরসহ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক আশরাফুল মকবুল জনকণ্ঠকে বলেন, হত্যা মামলায় ৩ জন ও ভাংচুরের ঘটনায় ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা হলো মোজাম্মেল,